১৫৮৫৩

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২৩/ ২২১৭৫ তারিখঃ ০১.১১.২০১৮খ্রিঃ

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং- ৬৯৬৬/২০১৮ এ প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান এর ১৮/০১/২০১৮খ্রিঃ তারিখের দরখাস্ত নিস্পত্তি প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ নং-বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২৩/২১৭৭৭/৩; তারিখঃ ২৯/০৭/২০১৮খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং- ৬৯৬৬/২০১৮ এ (আদেশ তাং- ২২/০৫/২০১৮) দরখাস্তকারী জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান (আরবি প্রভাষক) এর ১৮/০১/২০১৮খ্রিঃ তারিখের দরখাস্ত নিস্পত্তির আদেশ প্রদান করা হয়।

বর্ণিত ১৮/০১/২০১৮খ্রিঃ তারিখের দরখাস্ত নিস্পত্তিকল্পে মাদ্রাসার সভাপতি ও অধ্যক্ষকে তাঁদের লিখিত বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিলের জন্য সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও সভাপতি যৌথ স্বাক্ষরে তাঁদের লিখিত বক্তব্য তারিখ ১৮/০৮/২০১৮খ্রিঃ সমর্থনীয় কাগজপত্র বোর্ডে দাখিল করেন।

সভাপতি ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) কর্তৃক দাখিলকৃত বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্র, জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্ত, সমর্থনীয় কাগজপত্র ও নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাদ্রাসার গভার্ণিং বডি কর্তৃক ১১/০৬/২০১৫ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরখাস্তকারী জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান এর সম্পূর্ণ বেতন-ভাতা বন্ধসহ বরখাস্ত করা ও এ বিষয়ে কাগজপত্রাদি বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। নথি দৃষ্টে দেখা যায়, তদন্ত কমিটিকে কোন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ছিল না, ০৩ জনই গভার্ণিং বডির সদস্য। তদন্তের পূর্বে দরখাস্তকারী শিক্ষক জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানকে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারণ দর্শানো হয়েছে এরূপ কোন বক্তব্য বা সমর্থনীয় কাগজপত্র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সভাপতির দাখিলকৃত জবাবে উল্লেখ নেই। তদন্তের জন্য জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানকে উপস্থিত থাকার জন্যও কোন পত্র/বক্তব্য দাখিল করা হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংযুক্ত করে তাঁকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে এরূপ কোন নোটিশ বা বক্তব্য সুপার/সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। গভার্ণিং বডির ১১/০৬/২০১৫ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত গভার্ণিং বডির ২২/০৭/২০১৫ইং তারিখের সভায় অনুমোদন করা হয়। তদুপরি উক্ত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে কোন বক্তব্য বা সমর্থনীয় কাগজপত্র সুপার ও সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১১/০৮/২০১৮ইং তারিখের জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে সুপার কর্তৃক গভার্ণিং বডি অনুমোদনের জন্য ১৭/০৯/২০১৫ ইং তারিখের আবেদনের সাথে শিক্ষকবৃন্দের নামের তালিকায় দরখাস্তকারী শিক্ষক জনাব হাসানুজ্জামানের নাম অন্তর্ভূক্ত আছে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বাক্ষরিত সকল শিক্ষকের অঙ্গীকারনামা জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান এর নাম ৪ নং ক্রমিকে উল্লেখ আছে লক্ষ্য করা যায়। গভার্ণিং বডির ০৪/০৮/২০১৫ইং তারিখের কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের অনুমোদিত তালিকায় জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানের নাম ৫নং ক্রমিকে উল্লেখ আছে। সুপার/সভাপতি কর্তৃক দাখিলকৃত বক্তব্যে কতিপয় অভিযোগ ও মামলার কথা উল্লেখ থাকিলেও তাহা চুড়ান্তভাবে কোন তদন্ত কমিটিতে প্রমানিত হয়েছে অথবা বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক কোন অভিযোগের বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এরূপ কোন সমর্থনীয় কাগজপত্র দাখিল করা হয়নি। উল্লেখ্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ এ দুই মাসের সাময়িক বরখাস্ত থাকলে পূর্ণ বেতন পাওয়ার অধিকারী হইবেন মর্মে সিদ্ধান্ত আছে (৬৮ DLR (HCD) page-১২৫), উক্ত রায়ের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

উপরোক্ত অবস্থায় ইহা স্পষ্ট যে, জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানকে বিধি মোতাবেক বরখাস্ত করা হয়নি। বোর্ডের কোন অনুমোদন নেওয়া হয়নি। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও তাঁদের ১১/০৬/২০১৫খ্রিঃ তারিখের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন নাই, যে কারনে বরখাস্ত আদেশ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় নাই। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের ১১/০৬/২০১৫ইং তারিখ পরবর্তী প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা ও অঙ্গীকারনামায় জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানের নাম ও স্বাক্ষর তাই বহিঃপ্রকাশ এবং বোর্ডের ২৯/০৭/২০১৮ইং তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে বক্তব্য একই কারণে অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক, উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও প্রকৃত তথ্য গোপনের বহিঃপ্রকাশ। উক্তরূপভাবে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষককে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত ও দীর্ঘদিন ফেলে রাখা বেআইনী/ বিধি বহির্ভূত।

এমতাবস্থায় মাদ্রাসার প্রভাষক জনাব মোঃ হাসানুজ্জামানের বরখাস্তাদেশ বেআইনী হওয়ায় ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বকেয়া বেতন-ভাতাসহ স্বপদে যোগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে এরূপ অনিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার জন্য মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে এতদ্বারা সতর্ক করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

1.11.18

প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬১২৮৫৮

প্রাপকঃ ১) সভাপতি, গাজীপুর কুড়িগ্রাম ইসলামিয়া সিদ্দিকিয়া আলিম মাদ্রাসা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
২) অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), গাজীপুর কুড়িগ্রাম ইসলামিয়া সিদ্দিকিয়া আলিম মাদ্রাসা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
৩) জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান, প্রভাষক, গাজীপুর কুড়িগ্রাম ইসলামিয়া সিদ্দিকিয়া আলিম মাদ্রাসা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।

স্মারক নং-বামাশিবো/প্রশাসন/সাতক্ষীরা-১২৩/ ২২১৭৫ তারিখঃ ০১.১১.২০১৮খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা।
৪. পি এ টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোনঃ ৯৬৭৪৮৭৪

F:\G\Admin\Shujan\2018\9. September\30.09.2018\Shat-123